অংশীদারি আইন, ১৯৩২

(১৯৩২ সনের ৯ নং আইন)

<u>সুচিপত্র</u>

ধারাসমূহ

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

৩। ১৮৭২ সনের ৯ নং আইনের বিধানের প্রয়োগ

দ্বিতীয় অধ্যায়

অংশীদারির প্রকৃতি

৪। “অংশীদারি”, “অংশীদার”, “ফার্ম” ও “ফার্মের নাম” এর সংজ্ঞা

৫। পদমর্যাদা দ্বারা অংশীদারির উদ্ভব হয় না

৬। অংশীদারির অস্তিত্ব নির্ধারণ করিবার পদ্ধতি

৭। ইচ্ছাভিত্তিক অংশীদার

৮। বিশেষ অংশীদারি

তৃতীয় অধ্যায়

অংশীদারগণের পারস্পরিক সম্পর্ক

৯। অংশীদারগণের সাধারণ কর্তব্য

১০। প্রতারণার দ্বারা কোনো ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকিলে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব

১১। অংশীদারগণের অধিকার ও কর্তব্য তাহাদের মধ্যকার কোনো চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ

বাণিজ্যের প্রতিকূলে চুক্তি

১২। কারবার পরিচালনা

১৩। পারস্পরিক অধিকার এবং দায়িত্ব

১৪। ফার্মের সম্পত্তি

১৫। ফার্মের সম্পত্তির ব্যবহার

১৬। অংশীদারগণ কর্তৃক অর্জিত ব্যক্তিগত মুনাফা

চতুর্থ অধ্যায়

তৃতীয় পক্ষসমূহের সহিত অংশীদারগণের সম্পর্ক

১৭। ফার্মের রদবদলের পর অংশীদারগণের অধিকার ও কর্তব্য

১৮। অংশীদার ফার্মের এজেন্ট হইবেন

১৯। ফার্মের এজেন্টরূপে অংশীদারের অপ্রকাশ্য ক্ষমতা

২০। অংশীদারগণের অপ্রকাশ্য ক্ষমতা বৃদ্ধি বা সীমিতকরণ

২১। জরুরি অবস্থায় অংশীদারের ক্ষমতা

২২। ফার্মকে বাধ্য করিবার কার্যপদ্ধতি

২৩। অংশীদার কর্তৃক স্বীকৃতির ফলাফল

২৪। সক্রিয় অংশীদারকে নোটিশ প্রদানের ফলাফল

২৫। ফার্মের কার্যের জন্য কোনো অংশীদারের দায়

২৬। কোনো অংশীদারের অন্যায় কার্যের জন্য ফার্মের দায়

২৭। অংশীদারগণের অপ-প্রয়োগের জন্য ফার্মের দায়

২৮। মিথ্যা পরিচয় প্রদান

২৯। কোনো অংশীদারের স্বার্থের হস্তান্তর গ্রহীতার অধিকার

৩০। অংশীদারির সুবিধার মধ্যে গৃহীত নাবালক

পঞ্চম অধ্যায়

আগত ও বিদায়ী অংশীদারগণ

৩১। অংশীদারগণের অন্তর্ভুক্তি

৩২। অংশীদারের অবসরগ্রহণ

৩৩। অংশীদারের বহিস্কার

৩৪। অংশীদারের দেউলিয়াত্ব

৩৫। মৃত অংশীদারের সম্পদের দায়

৩৬। বিদায়ী অংশীদারের প্রতিযোগিতামুলক কারবার পরিচালনার অধিকার

৩৭। বিদায়ী অংশীদারের কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরবর্তী মুনাফার অংশ লাভের অধিকার

৩৮। ফার্মে পরিবর্তন দ্বারা ধারাবাহিক গ্যারান্টি বাতিলকরণ

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফার্মের বিলোপসাধন

৩৯। ফার্মের বিলোপসাধন

৪০। সম্মতিক্রমে বিলোপসাধন

৪১। বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন

৪২। কতিপয় ঘটনা সংঘটনের কারণে বিলোপসাধন

৪৩। নোটিশের মাধ্যমে স্বেচ্ছাভিত্তিক অংশীদারির বিলোপসাধন

৪৪। আদালত কর্তৃক বিলোপসাধন

৪৫। বিলোপসাধনের পর অংশীদারগণের কৃতকার্যের দায়-দায়িত্ব

৪৬। বিলুপ্তির পর অংশীদারগণের ব্যবসায় গুটিয়ে ফেলিবার অধিকার

৪৭। কারবার গুটিয়ে ফেলিবার উদ্দেশ্যে অংশীদারগণের অব্যাহত ক্ষমতা

৪৮। অংশীদারগণের মধ্যকার হিসাব নিষ্পত্তির পদ্ধতি

৪৯। ফার্মের দেনা এবং পৃথক দেনা পরিশোধ

৫০। বিলুপ্তির পরে অর্জিত ব্যক্তিগত মুনাফা

৫১। অকাল বিলোপসাধনে কিস্তি ফেরত

৫২। অংশীদারি চুক্তি প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনাহেতু বাতিল হইবার ক্ষেত্রে অধিকারসমূহ

৫৩। ফার্মের নাম বা ফার্মের সম্পত্তি ব্যবহার করিতে বাধা দেওয়ার অধিকার

৫৪। ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধক চুক্তিসমূহ

৫৫। বিলুপ্তির পরে সুনাম বিক্রয়

সুনাম ক্রেতা ও বিক্রেতার অধিকারসমূহ

ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতার চুক্তি

সপ্তম অধ্যায়

ফার্মের নিবন্ধন

৫৬। [বিলুপ্ত]

৫৭। রেজিস্ট্রার নিয়োগ

৫৮। নিবন্ধনের জন্য আবেদন

৫৯। নিবন্ধনকরণ

৬০। ফার্মের নামের এবং প্রধান কারবারের স্থানের পরিবর্তন নথিভুক্তকরণ

৬১। ফার্মের শাখাসমূহ বন্ধ বা উদ্বোধন লিপিবদ্ধকরণ

৬২। অংশীদারগণের নাম ও ঠিকানা পরিবর্তন লিপিবদ্ধকরণ

৬৩। ফার্মের রদবদল এবং বিলুপ্তি লিপিবদ্ধকরণ

নাবালকের প্রত্যাহার লিপিবদ্ধকরণ

৬৪। ভুল সংশোধন

৬৫। আদালতের আদেশে নিবন্ধনবহি সংশোধন

৬৬। নিবন্ধনবহি এবং নথিভুক্ত দলিলপত্র পরিদর্শন

৬৭। নকল সরবরাহকরণ

৬৮। সাক্ষ্য-বিধি

৬৯। নিবন্ধন না করিবার ফলাফল

৭০। মিথ্যা বিবরণ প্রদানের শাস্তি

৭১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

অষ্টম অধ্যায়

অতিরিক্ত

৭২। পাবলিক নোটিশ প্রদানের পদ্ধতি

৭৩। [রহিতকরণ]

৭৪। হেফাজত

অংশীদারি আইন, ১৯৩২

(১৯৩২ সনের ৯ নং আইন)

[৮ এপ্রিল, ১৯৩২]

[১]অংশীদারি আইনের সংজ্ঞা নিরূপণ এবং সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু অংশীদারি আইনের সংজ্ঞা নিরূপণ এবং সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন অংশীদারি আইন, ১৯৩২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ধারা ৬৯ ব্যতীত, যাহা ১৯৩৩ সনের ১ অক্টোবর কার্যকর হইবে, এই আইন ১৯৩২ সনের ১ অক্টোবর হইতে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "ফার্মের কর্ম" অর্থ ফার্মের সকল অংশীদার, বা কোনো একজন অংশীদার বা এজেন্ট কর্তৃক কোনো কর্ম বা কর্মবিরতি যাহা ফার্ম কর্তৃক বা ইহার বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো অধিকারের সৃষ্টি করে;

(খ) "কারবার" অর্থে যেকোনো বাণিজ্য, পেশা ও বৃত্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ঘ) কোনো ফার্মের বা ইহার কোনো অংশীদারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত **"তৃতীয় পক্ষ"** অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যিনি সেই ফার্মের কোনো অংশীদার নন;

(ঙ) এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই এবং চুক্তি আইন, ১৮৭২ এ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে সেই সকল অভিব্যক্তির অর্থ উক্ত আইনে প্রদত্ত অর্থ হইবে।

৩। ১৮৭২ সনের ৯ নং আইনের বিধানের প্রয়োগ।- এই আইনের প্রকাশ্য বিধানাবলির সহিত যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততটুকু ব্যতিরেকে চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর অবাতিলকৃত বিধানাবলি ফার্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অংশীদারির প্রকৃতি

৪। "অংশীদারি", "অংশীদার", "ফার্ম" ও "ফার্মের নাম" এর সংজ্ঞা।- "অংশীদারি" হইল কতিপয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার সম্পর্ক যাহারা তাহাদের সকলের, বা সকলের পক্ষে তাহাদের কোনো একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের

---

[১] অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই আইনে সর্বত্র "বাংলাদেশ", "সরকার" এবং "টাকা" শব্দগুলি যথাক্রমে "পাকিস্তান", "প্রাদেশিক সরকার" এবং "রূপি" বা "রূপি" শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল বলে প্রতিস্থাপিত।

লভ্যাংশ ভাগ করিয়া নেওয়ার জন্য সম্মত হইয়াছেন।

যে সকল ব্যক্তি পরস্পরের সহিত অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে "অংশীদার" এবং সমষ্টিগতভাবে "ফার্ম" বলা হয়; এবং তাহাদের ব্যবসায় যে নামে পরিচালিত হয় উহা "ফার্মের নাম"।

৫। পদমর্যাদা দ্বারা অংশীদারির উদ্ভব হয় না।- অংশীদারি সম্পর্কের উদ্ভব পদমর্যাদা হইতে হয় না, বরং চুক্তি হইতে হয়;

এবং, বিশেষত, কোনো অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের সদস্যগণ অনুরূপ কোনো পারিবারিক কারবার পরিচালনা করিলে, অথবা কোনো বর্মী স্বামী-স্ত্রী অনুরূপ কোনো কারবার পরিচালনা করিলে সেই কারবারে তাহারা অংশীদার নহেন।

৬। অংশীদারির অস্তিত্ব নির্ধারণ করিবার পদ্ধতি।- কোনো ব্যক্তি-সমষ্টি কোনো ফার্ম কিনা বা কোনো ব্যক্তি ফার্মের অংশীদার কিনা তাহা নির্ণয় করিবার সময় পক্ষগণের মধ্যকার প্রকৃত সম্পর্ক, যাহা সকল প্রাসাঙ্গিক তথ্য একত্র করিলে প্রতীয়মান হয়, বিবেচনায় নিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ১।- সম্পত্তির যৌথ বা সাধারণ স্বার্থের অধিকারী ব্যক্তিগণ উক্ত সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত মুনাফা বা মোট মুনাফার অংশ শুধু ভাগাভাগিকরণের দ্বারা অংশীদার হইবেন না;

ব্যাখ্যা ২।- শুধু কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কারবারের লভ্যাংশ প্রাপ্তি, অথবা পাওনা আদায় যখন উক্ত কারবারের অর্জিত লাভ বা লভ্যাংশ হ্রাস-বৃদ্ধি সাপেক্ষে হয়, এই কারণে সেই কারবার পরিচালনাকারী ব্যক্তিগণের সহিত অংশীদার হইবেন না;

এবং, বিশেষত, উক্ত লভ্যাংশ বা অর্থ-প্রাপ্তি যখন-

(ক) যে ব্যক্তিগণ কারবারে নিয়োজিত রহিয়াছেন বা যাহারা নিয়োজিত হইবেন এইরূপ ব্যক্তিগণের মহাজন কর্তৃক উক্ত লভ্যাংশ বা পাওনা আদায়;

(খ) কোনো চাকুরীজীবী বা এজেন্ট কর্তৃক পারিশ্রমিক হিসাবে;

(গ) কোনো মৃত অংশীদারের বিধবা স্ত্রী অথবা তাহার কোনো সন্তান কর্তৃক বার্ষিক বৃত্তি হিসাবে; অথবা

(ঘ) কারবারের কোনো প্রাক্তন মালিক বা ইহার কোনো অংশের মালিক কর্তৃক কোনো কারবারের সুনাম বা ইহার অংশ বিক্রয়ের জন্য পণ্য হিসাবে হয় তখন শুধু উহার কারণে উক্ত কারবার পরিচালনাকারী ব্যক্তিবর্গের সহিত প্রাপক একজন অংশীদার হইবেন না।

৭। ইচ্ছাভিত্তিক অংশীদার।- যেক্ষেত্রে অংশীদারগণ চুক্তির মাধ্যমে তাহাদের অংশীদারির মেয়াদের বা অংশীদারির অবসান হইবার কোনো ব্যবস্থা করেন না, সেইক্ষেত্রে উহাকে "ইচ্ছাভিত্তিক অংশীদারি" বলা হয়।

৮। বিশেষ অংশীদারি।- কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির সহিত বিশেষ কর্ম-প্রচেষ্টায় বা উদ্যোগে অংশীদার হইতে পারেন।

তৃতীয় অধ্যায়

অংশীদারগণের পারস্পরিক সম্পর্ক

৯। অংশীদারগণের সাধারণ কর্তব্য।- অংশীদারগণ ফার্মের কারবার পরিচালনাকালে সর্বাধিক সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে, একজন অপরজনের প্রতি ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত হইতে, এবং যেকোনো অংশীদার বা তাহার আইনানুগ প্রতিনিধিকে ফার্মের সকল বিষয়ের সঠিক হিসাব-নিকাশ ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১০। প্রতারণার দ্বারা কোনো ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকিলে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব।- প্রত্যেক অংশীদার

ফার্ম পরিচালনাকালে তাহার প্রতারণার দ্বারা ফার্মের কোনো ক্ষতিসাধন হইলে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

১১। অংশীদারগণের অধিকার ও কর্তব্য তাহাদের মধ্যকার কোনো চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ।- (১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো ফার্মের অংশীদারগণের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য তাহাদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হইতে পারিবে এবং উক্ত চুক্তি ব্যবসায়ের আচরণ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হইতে পারে।

এইরূপ চুক্তি সকল অংশীদারগণের সম্মতিতে পরিবর্তিত হইতে পারে, এবং উক্ত সম্মতি ব্যবসায়ের আচরণ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হইতে পারে।

বাণিজ্যের প্রতিকূলে চুক্তি।- (২) ১৮৭২ সনের চুক্তি আইনের ২৭ ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত চুক্তিতে এমন শর্ত থাকিতে পারে যে, কোনো ব্যক্তি অংশীদার থাকাকালে ফার্ম ব্যতীত অন্য কোনো কারবার পরিচালনা করিবেন না।

১২। কারবার পরিচালনা।- অংশীদারগণের মধ্যকার চুক্তি সাপেক্ষে-

(ক) প্রত্যেক অংশীদারের কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে;

(খ) প্রত্যেক অংশীদার কারবার পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজ কর্তব্য যত্নের সহিত পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(গ) কারবারের সাধারণ বিষয় সম্পর্কিত কোনো মতানৈক্যের সৃষ্টি হইলে উহা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদারগণের দ্বারা মীমাংসিত হইতে পারে, এবং বিষয়টি মীমাংসিত হইবার পূর্বে প্রত্যেক অংশীদারের নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু সকল অংশীদারের সম্মতি ব্যতিরেকে কারবারের মূল বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন সাধন করা যাইবে না; এবং

(ঘ) প্রত্যেক অংশীদারের ফার্মের যেকোনো বহি পরিদর্শন করা ও অনুলিপি নেওয়ার অধিকার থাকিবে।

১৩। পারস্পরিক অধিকার এবং দায়িত্ব।- অংশীদারগণের মধ্যকার চুক্তি সাপেক্ষে-

(ক) কোনো অংশীদার কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণের জন্য পারিশ্রমিক লাভের অধিকারী হইবেন না;

(খ) অংশীদারগণ ফার্ম কর্তৃক অর্জিত মুনাফায় সমভাবে অংশ গ্রহণের অধিকারী হইবেন এবং ফার্মের কোনো লোকসান হইলে উহা সমভাবে বহন করিবেন;

(গ) যেক্ষেত্রে কোনো অংশীদার তৎকর্তৃক প্রদত্ত মূলধনের উপর দেয় সুদের অধিকারী হন, সেইক্ষেত্রে উক্ত সুদ কেবল মুনাফা হইতে প্রদেয় হইবে;

(ঘ) কোনো অংশীদার কারবারের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ মূলধন প্রদানে সম্মত হইয়াছেন উহা হইতে অধিক অর্থ পরিশোধ করিলে, কিংবা কোনো আগাম প্রদান করিলে তজ্জন্য তিনি উহার উপর বাৎসরিক শতকরা ৬ ভাগ হারে সুদের অধিকারী হবেন;

(ঙ) কোনো অংশীদার অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকিলে এবং কোনো দায় বহন করিলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ফার্ম সেই অংশীদারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে:-

(১) কারবারের সাধারণ ও যথাযথ কার্যপরিচালনাকালে, এবং

(২) উহা করিবার ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থায় ফার্মকে লোকসান হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কোনো সাধারণ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি উক্ত একই অবস্থায় তাহার নিজের ক্ষেত্রে যেরূপ করিতেন সেইরূপ করিলে; এবং

(চ) কোনো অংশীদার ফার্মের কারবার পরিচালনাকালে স্বীয় অবহেলা দ্বারা ফার্মের কোনো ক্ষতি সাধন করিলে তজ্জন্য তিনি ফার্মকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

১৪। ফার্মের সম্পত্তি।- অংশীদারগণের মধ্যকার চুক্তি সাপেক্ষে, ফার্মের সম্পত্তি বলিতে উহার সমুদয় সম্পত্তি এবং ফার্মের স্টকে আদিতে আনীত, অথবা ফার্ম কর্তৃক বা ফার্মের জন্য অথবা ফার্মের উদ্দেশ্যে এবং উহার ব্যবসায়ের কার্যকালে অর্জিত সম্পত্তিতে উহার সকল, অধিকার ও স্বার্থকে বুঝাইবে এবং কারবারের সুনামও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ভিন্নরূপ অভিপ্রায় প্রতীয়মান না হইলে ফার্মের অর্জিত সম্পত্তি এবং অধিকার ও অর্থসহ স্বার্থ ফার্মের জন্য অর্জিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। ফার্মের সম্পত্তির ব্যবহার।- অংশীদারগণের মধ্যকার চুক্তি সাপেক্ষে, ফার্মের সম্পত্তি কেবল কারবারের উদ্দেশ্যে অংশীদারগণ দখলে রাখিবেন এবং ব্যবহার করিবেন।

১৬। অংশীদারগণ কর্তৃক অর্জিত ব্যক্তিগত মুনাফা।- অংশীদারগণের মধ্যকার চুক্তি সাপেক্ষে,-

(ক) যদি কোনো অংশীদার তাহার নিজের জন্য ফার্মের লেনদেন হইতে অথবা ফার্মের সম্পত্তি বা উহার ব্যবসায়িক সংযোগ বা উহার নাম ব্যবহার করিয়া কোনো মুনাফা অর্জন করেন, তাহা হইলে উক্ত মুনাফার হিসাব প্রদান করিবেন এবং উহা ফার্মকে প্রদান করিবেন;

(খ) যদি কোনো অংশীদার উক্ত ফার্মের ন্যায় একই প্রকারের কোনো কারবার পরিচালনা করেন এবং উহা ফার্মের কারবারের সহিত প্রতিযোগিতামূলক হয় তাহা হইলে তিনি উক্ত কারবারে যে মুনাফা অর্জন করিবেন উহার হিসাব দিবেন এবং উক্ত কারবারে তৎকর্তৃক অর্জিত সকল মুনাফা ফার্মকে প্রদান করিবেন।

১৭। ফার্মের রদবদলের পর অংশীদারগণের অধিকার ও কর্তব্য।- অংশীদারগণের মধ্যকার চুক্তি সাপেক্ষে,-

(ক) যেক্ষেত্রে ফার্মের গঠনে কোনো পরিবর্তন ঘটে, সেইক্ষেত্রে পূর্ণ গঠিত ফার্মের অংশীদারগণের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য উক্ত পরিবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যেরূপ ছিল যতদূর সম্ভব সেইরূপ থাকিবে;

(খ) **ফার্মের মেয়াদ শেষ হইবার পর, এবং-** যেক্ষেত্রে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য গঠিত কোনো ফার্ম উক্ত মেয়াদ অবসানের পর উহার কারবার পরিচালনা করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ অবসানের পূর্বে অংশীদারগণের পারস্পরিক যে সকল অধিকার ও কর্তব্য ছিল, সেই সকল অধিকার ও কর্তব্য ইচ্ছামূলক অংশীদারির ক্ষেত্রে উহার ফলাফলের সহিত যতদূর সামাঞ্জস্যপূর্ণ ততদূর থাকিবে; এবং

(গ) **যেক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর্মভার নিষ্পন্ন হইয়াছে-** যেক্ষেত্রে এক বা একাধিক কর্মপ্রচেষ্টা বা কর্মভার নিষ্পন্ন করিবার জন্য গঠিত কোনো ফার্ম অন্যবিধ কোনো কর্মপ্রচেষ্টা বা কর্মভার নিষ্পন্ন করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত অন্যবিধ কর্মপ্রচেষ্টা বা কর্মভার সম্পর্কে অংশীদারগণের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য মূল কর্মপ্রচেষ্টা বা কর্মভার সম্পর্কে যেরূপ আছে সেইরূপ থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

তৃতীয় পক্ষসমূহের সহিত অংশীদারগণের সম্পর্ক

১৮। অংশীদার ফার্মের এজেন্ট হইবেন।- এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ফার্মের কারবার পরিচালনার জন্য অংশীদার ফার্মের একজন এজেন্ট।

১৯। ফার্মের এজেন্টরূপে অংশীদারের অপ্রকাশ্য ক্ষমতা।- (১) ধারা ২২ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, ফার্ম কর্তৃক

পরিচালিত কারবারের অনুরূপ কারবার স্বাভাবিক পদ্ধতিতে পরিচালিত করিতে অংশীদার যে কার্য করেন উহা ফার্মের উপর বাধ্যতামূলক।

ফার্মকে বাধ্য রাখিবার জন্য এই ধারায় প্রদত্ত অংশীদারের ক্ষমতাকে তাহার "অপ্রকাশ্য ক্ষমতা" বলে।

(২) বাণিজ্যের কোনো ভিন্নরূপ রীতি বা প্রথার অবর্তমানে, কোনো অংশীদারের অপ্রকাশ্য ক্ষমতা তাহাকে নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রদান করে না-

(ক) ফার্মের কারবার সম্পর্কিত বিবাদ সালিশিতে পেশ করা;

(খ) ফার্মের পক্ষে স্বীয় নামে ব্যাংক একাউন্ট খোলা;

(গ) ফার্মের কোনো দাবি বা দাবির অংশ আপোস বা পরিত্যাগ করা;

(ঘ) ফার্মের পক্ষে দায়েরকৃত কোনো মামলা বা কার্যধারা প্রত্যাহার করা;

(ঙ) ফার্মের বিরুদ্ধে আনীত মামলা বা কার্যধারায় কোনো দায় স্বীকার করা;

(চ) ফার্মের পক্ষে স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করা;

(ছ) ফার্মের স্বত্বাধিকারভুক্ত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করা; বা

(জ) ফার্মের পক্ষে অংশীদারিত্বে প্রবেশ করা।

২০। অংশীদারগণের অপ্রকাশ্য ক্ষমতার বৃদ্ধি বা সীমিতকরণ।- ফার্মের অংশীদারগণ তাহাদের মধ্যকার চুক্তি দ্বারা যেকোনো অংশীদারের অপ্রকাশ্য ক্ষমতা বৃদ্ধি বা সীমিত করিতে পারিবেন।

এইরূপ কোনো সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, ফার্মের পক্ষে কোনো অংশীদার কর্তৃক কৃত কোনো কার্য, যাহা তাহার অপ্রকাশ্য ক্ষমতাভুক্ত, ফার্মকে বাধ্য করে, যদি না যাহার সহিত তিনি কারবার করেন সেই ব্যক্তি উক্ত সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানেন, অথবা উক্ত অংশীদারকে অংশীদার বলে না জানেন বা বিশ্বাস না করেন।

২১। জরুরি অবস্থায় অংশীদারের ক্ষমতা।- কোনো জরুরি অবস্থায় ফার্মকে ক্ষয়ক্ষতির হাত হইতে রক্ষার অভিপ্রায়ে একজন অংশীদার এইরূপ যেকোনো কার্য করিবার ক্ষমতা রাখেন যেরূপ কার্য একজন সাধারণ বিচক্ষণ লোক অনুরূপ পরিস্থিতিতে তাহার নিজের ব্যাপারে করিয়া থাকেন, এবং এইরূপ যেকোনো কার্য ফার্মকে বাধ্য করে।

২২। ফার্মকে বাধ্য করিবার কার্যপদ্ধতি।- ফার্মকে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে ফার্মের পক্ষে কোনো অংশীদার বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কোনো কার্য বা সম্পাদিত কোনো দলিল ফার্মের নামে কৃত বা সম্পাদিত হইতে হইবে, অথবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে হইবে যাহা ফার্মকে বাধ্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ বা ইঙ্গিত করে।

২৩। অংশীদার কর্তৃক স্বীকৃতির ফলাফল।- ফার্ম সংক্রান্ত বিষয়াদির ব্যাপারে অংশীদারের স্বীকৃতি বা বিবৃতি ফার্মের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য, যদি উহা ফার্মের স্বাভাবিক কারবার চলাকালে করা হয়।

২৪। সক্রিয় অংশীদারকে নোটিশ প্রদানের ফলাফল।- যে অংশীদার ফার্মের কারবারে সাধারণত সক্রিয় থাকেন তাহাকে ফার্মের বিষয়াদি সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে, উক্ত অংশীদার কর্তৃক বা তাহার সম্মতিক্রমে ফার্মকে প্রতারণার ক্ষেত্রে ব্যতীত, নোটিশ প্রদান, ফার্মকে নোটিশ প্রদান হিসাবে কার্যকর হইবে।

২৫। ফার্মের কার্যের জন্য কোনো অংশীদারের দায়।- অংশীদার থাকাকালে ফার্মের সকল কার্যের জন্য প্রত্যেক অংশীদার অন্যান্য অংশীদারের সহিত যৌথভাবে এবং পৃথক পৃথকভাবে দায়ী থাকিবে।

২৬। কোনো অংশীদারের অন্যায় কার্যের জন্য ফার্মের দায়।- যেক্ষেত্রে কোনো ফার্মের স্বাভাবিক কার্য চলাকালে

অথবা তাহার অংশীদারগণের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সক্রিয় কোনো অংশীদার কর্তৃক কৃত অন্যায় কার্য বা কার্য হইতে বিরত থাকিবার দ্বারা তৃতীয় কোনো পক্ষের লোকসান বা ক্ষতি সাধিত হয়, অথবা কোনো শাস্তির সম্মুখীন হয় সেইক্ষেত্রে উক্ত অংশীদার তজ্জন্য যতদূর দায়ী, ফার্মও ততদূর দায়ী।

২৭। অংশীদারগণের অপ-প্রয়োগের জন্য ফার্মের দায়।- যেক্ষেত্রে-

(ক) কোনো অংশীদার তাহার বাহ্যিক ক্ষমতাবলে কার্য করিবার সময় তৃতীয় পক্ষের নিকট হইতে অর্থ বা সম্পত্তি লাভ করেন ও উহা অপ-প্রয়োগ করেন, অথবা

(খ) কোনো ফার্ম উহার কারবার চলাকালে তৃতীয় পক্ষের নিকট হইতে অর্থ বা সম্পত্তি লাভ করে এবং ফার্মের হেফাজতে থাকাকালে উক্ত অর্থ বা সম্পত্তি কোনো অংশীদার কর্তৃক অপ-প্রয়োগ হয়;

সেইক্ষেত্রে ফার্ম উক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য।

২৮। মিথ্যা পরিচয় প্রদান।- (১) যে ব্যক্তি কথিত বা লিখিত শব্দ বা আচরণ দ্বারা নিজেকে কোনো ফার্মের অংশীদার বলিয়া প্রকাশ করেন অথবা প্রকাশিত হইবার জন্য জ্ঞাতসারে অনুমতি দেন, তিনি সেই ফার্মের অংশীদার হিসাবে এমন কোনো ব্যক্তির নিকট দায়ী থাকিবেন যিনি উক্তরূপ কোনো বর্ণনায় বিশ্বাস করিয়া ফার্মকে ঋণদান করিয়াছেন, নিজেকে অংশীদার বলিয়া প্রকাশকারী বা প্রকাশিত ব্যক্তি জানেন বা না জানেন যে উক্ত পরিচয় অনুরূপভাবে ঋণদানকারী ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়াছে।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো অংশীদারের মৃত্যুর পর ফার্মের পুরাতন নামে উহার কারবার চালু থাকে, সেইক্ষেত্রে উক্ত নামে বা মৃত অংশীদারের নামে উহার অংশের ধারাবাহিক ব্যবহার তাহার বৈধ প্রতিনিধি বা সম্পদকে তাহার মৃত্যুর পরে কৃত ফার্মের কোনো কার্যের জন্য দায়ী করিবে না।

২৯। কোনো অংশীদারের স্বার্থের হস্তান্তর গ্রহীতার অধিকার।- (১) কোনো অংশীদার ফার্মে তাহার স্বার্থ নিরঙ্কুশভাবে বা রেহেন দ্বারা, অথবা উক্ত স্বার্থের উপর কোনো দায় চাপাইয়া হস্তান্তর করিলে, হস্তান্তরগ্রহীতা উক্ত ফার্ম চালু থাকাকালে উহার কারবার পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করা বা হিসাব চাওয়ার বা খাতাপত্র পরিদর্শন করিবার অধিকার লাভ করেন না, কিন্তু হস্তান্তর-গ্রহীতা কেবল হস্তান্তরকারী অংশীদারের লভ্যাংশ গ্রহণ করিবার অধিকার লাভ করেন, এবং হস্তান্তরগ্রহীতা অংশীদারগণ কর্তৃক সম্মত মুনাফার হিসাব গ্রহণ করিবেন।

(২) যদি ফার্ম ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় বা হস্তান্তরকারী অংশীদার যদি আর অংশীদার না থাকেন, তাহা হইলে অবশিষ্ট অংশীদারগণের মোকাবিলায় ফার্মের পরিসম্পদের যে অংশ হস্তান্তরকারী অংশীদারের প্রাপ্য উহা হস্তান্তরগ্রহীতা পাইবার অধিকারী এবং উক্ত অংশ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে তিনি ফার্ম ভাঙ্গিয়া দেয়ার তারিখ হইতে হিসাব পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩০। অংশীদারির সুবিধার মধ্যে গৃহীত নাবালক।- (১) কোনো ব্যক্তি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী নাবালক হইলে, উক্ত ব্যক্তি ফার্মের অংশীদার হইতে পারিবেন না, কিন্তু, তৎকালীন সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে তাহাকে অংশীদারিত্বের সুবিধার মধ্যে গ্রহণ করা যাইবে।

(২) এইরূপ নাবালক ফার্মের সম্পত্তি ও মুনাফার তদ্রূপ অংশের অধিকারী যেরূপ সর্বসম্মত এবং তিনি ফার্মের যে-কোনো হিসাব দেখিতে, পরীক্ষা করিতে ও নকল করিতে পারিবে।

(৩) এইরূপ নাবালকের অংশ ফার্মের কার্যাবলীর জন্য দায়বদ্ধ, কিন্তু নাবালক ব্যক্তিগতভাবে অনুরূপ কোনো কার্যের জন্য দায়ী নয়।

(৪) এইরূপ নাবালক ফার্মের সহিত তাহার সম্পর্কচ্ছেদ করিবার সময় ব্যতীত ফার্মের হিসাব বা উহার সম্পত্তি বা মুনাফায় তাহার অংশ প্রদানের জন্য অংশীদারগণের বিরুদ্ধে কোনো মামলা করিতে পারিবেন না এবং এইরূপ ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব ধারা ৪৮ এ বর্ণিত বিধিসমূহ অনুসারে কৃত মূল্যায়ন দ্বারা তাহার অংশের মূল্য নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, একত্রে কার্যরত সকল অংশীদার অথবা অন্যান্য অংশীদারগণকে নোটিশ প্রদান করিবার পর ফার্ম ভাঙ্গিয়া দেয়ার অধিকারী যেকোনো অংশীদার এইরূপ মামলায় ফার্ম ভাঙ্গিয়া দেয়া স্থির করিতে পারিবেন, এবং অতঃপর আদালত উক্ত মামলায় ফার্মের অবসান ও অংশীদারগণের মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তি করিবেন এবং অংশীদারগণের অংশের সহিত নাবালকের অংশের মূল্য নির্ধারণ করিবেন।

(৫) কোনো ব্যক্তি, তাহার সাবালকত্ব অর্জন বা অংশীদারির সুবিধা লাভের বিষয়ে জ্ঞাত হইবার ছয় মাসের মধ্যে যেকোনো সময়, যে তারিখ পরে আসে সেই তারিখে, এই মর্মে পাবলিক নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, তিনি ফার্মের অংশীদার হইবার বা না হইবার বিষয় স্থির করিয়াছেন, এবং উক্ত নোটিশ ফার্মের সহিত তাহার সম্পর্ক নির্ধারণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি তিনি উক্ত নোটিশ প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পর তিনি উক্ত ফার্মের অংশীদার হইবেন।

(৬) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে নাবালক হিসাবে কোনো ফার্মের অংশীদারির সুবিধার আওতায় গ্রহণ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে তিনি সাবালকত্ব অর্জনের ছয় মাস পর বিশেষ কোনো তারিখ পর্যন্ত জ্ঞাত ছিলেন না যে তিনি অনুরূপ সুবিধার মধ্যে গৃহীত হইয়াছেন মর্মে এতদসংক্রান্ত তথ্য প্রমাণ করিবার দায়িত্ব তাহাদের উপর বর্তাইবে যাহারা উহা দাবি করিবেন।

(৭) যেক্ষেত্রে এইরূপ ব্যক্তি একজন অংশীদার হন,—

(ক) সেইক্ষেত্রে নাবালক হিসাবে তাহার অধিকার ও দায়িত্ব তাহার অংশীদারি হইবার তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে, কিন্তু তাহার অংশীদারির সুবিধা লাভ করিবার সময় হইতে ফার্মের সকল কার্যের জন্য তৃতীয় পক্ষসমূহের নিকট ব্যক্তিগতভাবেও দায়ী থাকিবেন; এবং

(খ) ফার্মের সম্পত্তি ও মুনাফায় তাহার অংশ তিনি নাবালক হিসাবে যে অংশের অধিকারী ছিল, সেই অংশ হইবে।

(৮) যেক্ষেত্রে এইরূপ ব্যক্তি অংশীদার না হওয়া স্থির করেন সেইক্ষেত্রে,—

(ক) তাহার অধিকার ও দায় দায়িত্ব এই ধারায় বর্ণিত নাবালকের অধিকার ও দায়িত্বের ন্যায়, যে তারিখে তিনি পাবলিক নোটিশ জারি করিবেন সেই তারিখ পর্যন্ত বজায় থাকিবে;

(খ) নোটিশ প্রদানের তারিখের পর ফার্মের কোনো কার্যের জন্য তাহার অংশ দায়ী হইবে না; এবং

(গ) তিনি উপ-ধারা (৪) অনুসারে অংশীদারগণের নামে সম্পত্তি ও মুনাফায় তাহার অংশের জন্য মামলা করিবার অধিকারী হইবেন।

(৯) উপ-ধারা (৭) ও (৮) এ বর্ণিত কোনো কিছুই ধারা ২৮ এর বিধানাবলি ক্ষুণ্ন করিবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

আগত ও বিদায়ী অংশীদারগণ

৩১। অংশীদারগণের অন্তর্ভুক্তি।- (১) অংশীদারগণের মধ্যকার চুক্তি এবং ধারা ৩০ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, বর্তমান অংশীদারগণের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তিকে ফার্মের অংশীদার করা যাইবে না।

(২) ধারা ৩০ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো ফার্মে অংশীদাররূপে আগত কোনো ব্যক্তি তাহার অনুরূপ অংশীদার হইবার পূর্বে কৃত ফার্মের কোনো কাজের জন্য দায়ী হইবেন না।

৩২। অংশীদারের অবসরগ্রহণ।- (১) কোনো অংশীদার অবসরগ্রহণ করিতে পারিবেন-

(ক) অন্যান্য সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে,

(খ) অংশীদারগণের প্রকাশ্য চুক্তি অনুসারে, বা

(গ) যেক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব স্বেচ্ছা-ভিত্তিক, সেইক্ষেত্রে অন্যান্য সকল অংশীদারকে তাহার অবসরগ্রহণের অভিপ্রায় সম্পর্কে লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া।

(২) কোনো অবসরগ্রহণকারী অংশীদার তাহার অবসর গ্রহণের পূর্বে কৃত ফার্মের কার্যাবলীর জন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের নিকট যে-কোনো দায় হইতে তাহার এবং উক্ত তৃতীয় পক্ষ ও পুনর্গঠিত ফার্মের অংশীদারগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত কোনো চুক্তির মাধ্যমে মুক্ত হইতে পারেন এবং উক্ত চুক্তি তাহার অবসরগ্রহণের কথা জানিবার পর উক্ত তৃতীয় পক্ষ ও পুনর্গঠিত ফার্মের মধ্যকার কার্য কারবারের মধ্যে নিহিত থাকিতে পারে।

(৩) ফার্ম হইতে কোনো অংশীদারের অবসর গ্রহণ সত্ত্বেও, তিনি এবং অংশীদারগণ তাহাদের কোনো এক জনের কৃত কোনো কাজের জন্য যাহা অবসর গ্রহণের পূর্বে করা হইলে ফার্মের কার্য বলিয়া গণ্য হইত, যতক্ষণ পর্যন্ত অবসর গ্রহণের পাবলিক নোটিশ দেয়া না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত, তৃতীয় পক্ষগণের নিকট, অংশীদার হিসাবে দায়ী থাকেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অবসরপ্রাপ্ত অংশীদার এমন কোনো তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়ী থাকেন না, যিনি, তিনি যে একজন অংশীদার ছিলেন উহা না জানিয়া ফার্মের সহিত লেনদেন করেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নোটিশ, অবসরপ্রাপ্ত অংশীদার অথবা পুনর্গঠিত ফার্মের যে-কোনো অংশীদার প্রদান করিতে পারিবেন।

৩৩। অংশীদারের বহিস্কার।- (১) অংশীদারগণের মধ্যকার চুক্তি দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার সরল বিশ্বাসে প্রয়োগ ব্যতীত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদার দ্বারা ফার্ম হইতে কোনো অংশীদারকে বহিষ্কার করা যাইবে না।

(২) ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) এর বিধানাবলি বহিষ্কৃত কোনো অংশীদারের ক্ষেত্রে এমনভাবে প্রযোজ্য হইবে যেন তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত অংশীদার।

৩৪। অংশীদারের দেউলিয়াত্ব।- (১) যেক্ষেত্রে ফার্মের কোনো অংশীদার বিচারে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হন, সেইক্ষেত্রে তিনি, উক্ত ফার্ম বিলুপ্ত হউক বা না হউক, উক্ত ঘোষণার আদেশের তারিখ হইতে আর অংশীদার থাকেন না।

(২) যেক্ষেত্রে অংশীদারগণের মধ্যকার চুক্তির অধীন কোনো অংশীদারের দেউলিয়াত্বের কারণে ফার্ম বিলুপ্ত হয় না, সেইক্ষেত্রে অনুরূপভাবে ঘোষিত অংশীদারের সম্পদ উক্ত ঘোষণার তারিখের পরে সম্পাদিত ফার্মের কোনো কাজের জন্য দায়ী থাকে না এবং ফার্ম দেউলিয়ার কোনো কর্যের জন্য দায়ী থাকে না।

৩৫। মৃত অংশীদারের সম্পদের দায়।- যেক্ষেত্রে অংশীদারগণের মধ্যকার কোনো চুক্তি অনুযায়ী কোনো অংশীদারের মৃত্যুতে ফার্ম বিলুপ্ত হয় না, সেইক্ষেত্রে মৃত অংশীদারের সম্পদ, তাহার মৃত্যুর পর সম্পাদিত ফার্মের কোনো কার্যের জন্য দায়ী থাকে না।

৩৬। বিদায়ী অংশীদারের প্রতিযোগিতামুলক কারবার পরিচালনার অধিকার।- (১) কোনো বিদায়ী অংশীদার ফার্মের কারবারের সহিত প্রতিযোগিতামূলক কারবার পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত কারবারের বিজ্ঞাপন প্রদান করিতে পারিবেন, কিন্তু ভিন্নরূপ কোনো চুক্তি সাপেক্ষে, তিনি-

(ক) ফার্মের নাম ব্যবহার করিতে পারিবেন না,

(খ) নিজেকে ফার্মের কারবার পরিচালনা করিতেছেন বলিয়া উপস্থাপিত করিতে পারিবেন না, বা

(গ) তাহার অংশীদারিত্বের অবসানের পূর্বে ফার্মের সহিত লেনদেনে জড়িত ব্যক্তিগণের ব্যবসায়িক সমর্থন

চাহিতে পারিবেন না।

ব্যবসা না করিবার চুক্তি।- (২) কোনো অংশীদার তাহার অংশীদারগণের সহিত এই মর্মে চুক্তি করিতে পারিবেন যে, তাহার অংশীদারিত্বের অবসান হইলে তিনি নির্ধারিত কোনো মেয়াদের মধ্যে নির্ধারিত কোনো স্থানীয় সীমানার মধ্যে ফার্মের কারবারের অনুরূপ কোনো কারবার পরিচালনা করিবেন না; এবং চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর ধারা ২৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আরোপিত বাধাসমূহ যুক্তিসঙ্গত হইলে উক্ত চুক্তি বৈধ হইবে।

৩৭। বিদায়ী অংশীদারের কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরবর্তী মুনাফার অংশ লাভের অধিকার।- যেক্ষেত্রে ফার্মের কোনো সদস্যের মৃত্যু অথবা অন্য কোনো প্রকারে তাহার অংশীদারিত্বের অবসান হইয়াছে, এবং জীবিত বা অবশিষ্ট অংশীদারগণ তাহাদের ও উক্ত বিদায়ী অংশীদারের বা তাহার সম্পদের মধ্যকার হিসাবের কোনো চূড়ান্ত মীমাংসা ব্যতীত ফার্মের সম্পত্তি লইয়া কারবার পরিচালনা করেন, সেইক্ষেত্রে ভিন্নরূপ কোনো চুক্তির অবর্তমানে, বিদায়ী অংশীদার বা তাহার সম্পদ তাহার বা তাহার প্রতিনিধিগণের ইচ্ছা অনুযায়ী তাহার অংশীদারিত্বের অবসানের সময় হইতে অর্জিত মুনাফার এইরূপ অংশ যে রূপ ফার্মের সম্পত্তিতে তাহার অংশ ব্যবহারে আরোপিত হইতে পারে অথবা ফার্মের সম্পত্তিতে তাহার অংশের পরিমাণের উপর বাৎসরিক শতকরা ছয় ভাগ হারে সুদ পাইবার অধিকারী হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে অংশীদারগণের মধ্যকার চুক্তি দ্বারা জীবিত বা অবশিষ্ট অংশীদারগণকে কোনো মৃত বা বিদায়ী অংশীদারের স্বার্থ ক্রয় করিবার এখতিয়ার প্রদান করা হয়, এবং উক্ত এখতিয়ার যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা হয়, সেইক্ষেত্রে, মৃত অংশীদারের সম্পদ বা বিদায়ী অংশীদার বা, ক্ষেত্রমত, তাহার সম্পদ মুনাফার আরও বা অন্য কোনো অংশ পাইবার অধিকারী নয়; কিন্তু যদি কোনো অংশীদার উক্ত এখতিয়ার পালন করিবার ক্ষেত্রে উহার শর্তসমূহের সকল গুরুত্বপূর্ণ দিক পালন না করেন, তবে তিনি এই ধারার উপরোক্ত বিধানাবলির অধীন হিসাব প্রদানের জন্য থাকিবেন।

৩৮। ফার্মে পরিবর্তন দ্বারা ধারাবাহিক গ্যারান্টি বাতিলকরণ।- কোনো ফার্মকে অথবা কোনো তৃতীয় পক্ষকে প্রদত্ত ফার্মের লেনদেন সংক্রান্ত কোনো ধারাবাহিক গ্যারান্টি, ভিন্নরূপ কোনো চুক্তি না থাকিলে, ফার্মের গঠনে যেকোনো পরিবর্তনের তারিখ হইতে ভবিষ্যৎ লেনদেনের ক্ষেত্রে বাতিল প্রতিপন্ন হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফার্মের বিলোপসাধন

৩৯। ফার্মের বিলোপসাধন।- কোনো ফার্মের সকল অংশীদারের মধ্যকার অংশীদারির বিলোপসাধনকে "ফার্মের বিলোপসাধন" বলা হয়।

৪০। সম্মতিক্রমে বিলোপসাধন।- অংশীদারগণের সম্মতিক্রমে বা তাহাদের মধ্যকার কোনো চুক্তি অনুসারে ফার্মের বিলোপসাধন করা যাইতে পারে।

৪১। বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন।- কোনো ফার্মের-

(ক) সকল অংশীদার বা একজন ব্যতীত সকল অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হইলে, অথবা

(খ) ফার্ম কর্তৃক অংশীদারি কারবার পরিচালনা করা অথবা অংশীদারগণের অংশীদারি কারবার পরিচালনা করা অবৈধ হইয়া যায় এমন কোনো ঘটনা ঘটিলে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ফার্ম কর্তৃক একাধিক পৃথক পৃথক কর্মপ্রচেষ্টা বা কর্মভার সম্পাদিত হয়, সেইক্ষেত্রে এক বা একাধিক কর্মপ্রচেষ্টা বা কর্মভারের অবৈধতা বৈধ কর্মপ্রচেষ্টা বা কর্মভারের বিলুপ্তি ঘটাইবে না।

৪২। কতিপয় ঘটনা সংঘটনের কারণে বিলোপসাধন।- অংশীদারগণের মধ্যকার চুক্তি সাপেক্ষে কোনো ফার্ম বিলুপ্ত হইবে-

(ক) যদি কোনো নির্ধারিত মেয়াদের জন্য গঠিত হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে;

(খ) যদি এক বা একাধিক কর্মপ্রচেষ্টা বা কর্মভার সম্পাদনের জন্য গঠিত হইয়া থাকে তাহা হইলে উহা সমাপ্তির পর;

(গ) উহার কোনো অংশীদারের মৃত্যু হইলে; এবং

(ঘ) উহার কোনো অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হইলে।

৪৩। নোটিশের মাধ্যমে স্বেচ্ছাভিত্তিক অংশীদারির বিলোপসাধন।- (১) স্বেচ্ছাভিত্তিক অংশীদারির ক্ষেত্রে যেকোনো অংশীদার ফার্মের বিলপসাধনের জন্য তাহার অভিপ্রায় সম্পর্কে অন্যান্য সকল অংশীদারকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া ফার্মের বিলোপসাধন করিতে পারে।

(২) নোটিশে উল্লিখিত বিলোপসাধনের তারিখ হইতে ফার্ম বিলুপ্ত হইবে অথবা যদি এইরূপ কোনো তারিখ নোটিশে উল্লিখিত না থাকে তাহা হইলে উহা জ্ঞাপনের তারিখ হইতে ফার্ম বিলুপ্ত হয়।

৪৪। আদালত কর্তৃক বিলোপসাধন।- কোনো অংশীদারের মামলায় আদালত নিম্নবর্ণিত যেকোনো কারণে ফার্মের বিলোপসাধন করিতে পারেন, যথা:-

(ক) কোনো অংশীদার অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িলে তাহার আসন্ন বন্ধু ও অন্য যেকোনো অংশীদার আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন;

(খ) মামলা দায়েরকারী অংশীদার ব্যতীত অপর যেকোনো অংশীদার যেকোনো প্রকারেই হউক না কেন অংশীদার হিসাবে স্থায়ীভাবে তাহার কর্তব্য পালনে অসমর্থ হইয়া পড়িলে;

(গ) মামলা দায়েরকারী অংশীদার ব্যতীত অন্য যেকোনো অংশীদার এমন কোনো আচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইলে যে আচরণ উক্ত কারবারের প্রকৃতি বিবেচনায় উহা পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হইতে পারে;

(ঘ) মামলা দায়েরকারী অংশীদার ব্যতীত অন্য যেকোনো অংশীদার ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবিরতভাবে ফার্মের কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনা বা উহার কারবার পরিচালনার ব্যাপারে ঐকমত্যের বরখেলাপ কোনো কার্য করিলে, অথবা প্রকারান্তরে কারবারের বিষয়াদির ব্যাপারে নিজে এইরূপভাবে পরিচালনা করিলে, যাহাতে যুক্তিসঙ্গতভাবে অন্যান্য অংশীদারের পক্ষে তাহার সহিত অংশীদারির ভিত্তিতে কারবার পরিচালনা করা কার্যত অসম্ভব হইয়া পড়ে;

(ঙ) মামলা দায়ের করে নাই এমন কোনো অংশীদার ফার্মে তাহার স্বত্বের সম্পূর্ণ অংশ তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর করিয়াছে বা দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর প্রথম তফসিলের আদেশ ২১ এর বিধি ৪৯ এর বিধানের অধীন তাহার অংশটি চার্জ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন বা অংশীদার দ্বারা বকেয়া ভূমি-রাজস্ব আদায়ের জন্য বা ভূমি-রাজস্বের বকেয়া হিসাবে আদায়যোগ্য কোনো বকেয়া পুনরুদ্ধারে উহা বিক্রি করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন;

(চ) ফার্মের কারবার লোকসান ব্যতীত পরিচালনা করা না যাইলে; অথবা

(ছ) অন্য কোনো কারণবশত ফার্মের বিলোপসাধন করা ন্যায়সঙ্গত ও সমীচীন হইয়া পড়িলে।

৪৫। বিলোপসাধনের পর অংশীদারগণের কৃতকার্যের দায়-দায়িত্ব।- (১) কোনো ফার্মের বিলোপসাধন সত্ত্বেও, যে পর্যন্ত অনুরূপ বিলোপসাধনের নোটিশ প্রদান করা না হয় সেই পর্যন্ত, অংশীদারগণ তাহাদের কোনো একজনের কৃত যেকোনো কাজের জন্য, যা বিলোপসাধনের পূর্বে করা হইলে ফার্মেরই কার্য হইত, অংশীদার হিসাবে তৃতীয় পক্ষসমূহের নিকট দায়ী

থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যে অংশীদার মৃত্যুবরণ করেন, বা যিনি দেউলিয়া ঘোষিত হন, অথবা যে অংশীদার ফার্মের সহিত লেনদেনকারী ব্যক্তির নিকট অংশীদার হিসাবে অজ্ঞাত থাকিয়া ফার্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তাহার সম্পদ এই ধারার অধীন, যে তারিখ হইতে তিনি আর অংশীদার থাকেন না সেই তারিখের পরে কৃত কার্যাবলীর জন্য দায়যুক্ত হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ যেকোনো অংশীদার প্রদান করিতে পারিবেন।

৪৬। বিলুপ্তির পর অংশীদারগণের ব্যবসায় গুটিয়ে ফেলিবার অধিকার।- কোনো ফার্মের বিলুপ্তিতে প্রত্যেক অংশীদার অথবা তাহার প্রতিনিধি অন্যান্য সকল অংশীদার বা তাহাদের প্রতিনিধিদের মোকাবিলায় ফার্মের দেনা ও দায় পরিশোধের জন্য ফার্মের সম্পত্তি প্রয়োগ করিবার এবং অতিরিক্ত সম্পত্তি অংশীদারগণের অথবা তাহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে তাহাদের অধিকার অনুসারে বণ্টন করিবার অধিকারী হইবেন।

৪৭। কারবার গুটিয়ে ফেলিবার উদ্দেশ্যে অংশীদারগণের অব্যাহত ক্ষমতা।- কোনো ফার্মের বিলুপ্তির পর, ফার্মকে বাধ্য করিবার জন্য প্রত্যেক অংশীদারের ক্ষমতা, এবং অংশীদারগণের অন্যান্য পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব ফার্ম বিলুপ্ত হওয়া স্বত্বেও অব্যাহত থাকিবে, যতদূর ফার্মের বিষয়টি গুটিয়ে ফেলিবার জন্য এবং যে সকল লেনদেন শুরু হইয়াছে কিন্তু বিলুপ্তির সময় শেষ হয় নাই উহার জন্য প্রয়োজন হয়, কিন্তু অন্য প্রকারে নয়:

তবে শর্ত থাকে যে, যে অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন তাহার কার্যাবলীর জন্য ফার্ম কোনোক্রমেই বাধ্য থাকে না; কিন্তু এই শর্ত এমন কোনো ব্যক্তির দায়িত্ব ক্ষুণ্ন করে না যিনি অনুরূপ ঘোষণার পরে দেউলিয়ার অংশীদার হিসাবে নিজেকে প্রকাশিত করেন অথবা জ্ঞাতসারে নিজেকে প্রকাশিত হইতে দেন।

৪৮। অংশীদারগণের মধ্যকার হিসাব নিষ্পত্তির পদ্ধতি।- বিলুপ্তির পরে কোনো ফার্মের হিসাব নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, অংশীদারগণ কর্তৃক সম্মতি সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত বিধিসমূহ পালন করা হইবে:–

(ক) মূলধনের ঘাটতিসহ লোকসান প্রথমে মুনাফা হইতে, পরে মূলধন হইতে এবং সর্বশেষ, প্রয়োজন হইলে ব্যক্তিগতভাবে অংশীদারগণ কর্তৃক তাহারা যে হারে মুনাফা লাভের অধিকারী হইতেন সেই হারে প্রদান করিতে হইবে,

(খ) মূলধনের ঘাটতি পূরণার্থে অংশীদারগণ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো অর্থসহ ফার্মের পরিসম্পদ নিম্নবর্ণিত প্রকারে এবং ক্রম অনুযায়ী ব্যবহৃত হইবে:-

(১) তৃতীয় পক্ষগণের নিকট ফার্মের দেনা পরিশোধার্থে;

(২) প্রত্যেক অংশীদারকে হার অনুপাতে ফার্মের নিকট মূলধন হইতে আলাদা আগাম অর্থ হিসাবে তাহার প্রাপ্য পরিশোধার্থে;

(৩) প্রত্যেক অংশীদারকে হার অনুপাতে মূলধন বাবদ তাহার প্রাপ্য পরিশোধার্থে; এবং

(৪) অবশিষ্টাংশ যদি থাকে, তাহা হইলে উহা অংশীদারগণের মধ্যে তাহারা যে হারে মুনাফার অংশ লাভের অধিকারী হইতেন, সেই হারে তাহাদের মধ্যে ভাগ করা হইবে।

৪৯। ফার্মের দেনা এবং পৃথক দেনা পরিশোধ।- যেক্ষেত্রে ফার্মের নিকট হইতে যৌথ দেনা, এবং কোনো অংশীদারের নিকট হইতে পৃথক দেনা থাকে, সেইক্ষেত্রে ফার্মের সম্পত্তি প্রথমে ফার্মের দেনা পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং অতিরিক্ত অংশ, যদি থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক অংশীদারের অংশ তাহার পৃথক দেনা পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত হইবে অথবা তাহাকে প্রদান করা হইবে। কোনো অংশীদারের পৃথক সম্পত্তি প্রথমে তাহার পৃথক দেনা পরিশোধের জন্য এবং অতিরিক্ত অংশ, যদি থাকে, ফার্মের দেনা পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত হইবে।

৫০। বিলুপ্তির পরে অর্জিত ব্যক্তিগত মুনাফা।- অংশীদারগণের মধ্যকার চুক্তি সাপেক্ষে, ধারা ১৬ এর দফা (ক) এর

বিধানাবলি, কোনো অংশীদারের মৃত্যুতে ফার্ম বিলুপ্ত হইবার পরে এবং উহার বিষয়াদি সম্পূর্ণরূপে গুটিয়ে ফেলিবার পূর্বে কোনো জীবিত অংশীদারের অথবা কোনো মৃত অংশীদারের প্রতিনিধিগণের কৃত লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কোনো অংশীদার বা তাহার প্রতিনিধি ফার্মের সুনাম ক্রয় করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই ফার্মের নাম ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে তাহার অধিকার ক্ষুণ্ন করিবে না।

৫১। অকাল বিলোপসাধনে কিস্তি ফেরত।- যেক্ষেত্রে কোনো অংশীদার নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অংশীদারিতে অংশগ্রহণ করিয়া একটি কিস্তি প্রদান করিয়াছেন, এবং উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে, ফার্ম কোনো অংশীদারের মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোনো কারণে বিলুপ্ত হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি তাহার অংশীদারির শর্তাবলি এবং অংশীদার থাকার স্থিতিকাল দৃষ্টে, উক্ত কিস্তি বা উহার যুক্তিসঙ্গত অংশ ফেরত পাইবার অধিকারী হইবেন, যদি উক্ত বিলোপসাধন-

(ক) প্রধানত তাহার নিজ অসাদাচরণের কারণে না হয়; বা

(খ) এমন কোনো সম্মতি অনুসারে করা না হয় যাহাতে উক্ত কিস্তি বা উহার কোনো অংশ ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকে।

৫২। অংশীদারি চুক্তি প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনাহেতু বাতিল হইবার ক্ষেত্রে অধিকারসমূহ।- যেক্ষেত্রে অংশীদারি সৃষ্টিকারী চুক্তি উহার কোনো এক পক্ষের প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনাহেতু বাতিল হয়, সেইক্ষেত্রে উহা বাতিল করিবার অধিকারী পক্ষ, অন্য পক্ষের অধিকার ক্ষুণ্ন না করিয়া-

(ক) ফার্মের ঋণ পরিশোধ করিবার পর ফার্মের উদ্বৃত্ত বা সম্পদে ফার্মের অংশ খরিদ করিবার জন্য তৎকর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থের জন্য এবং তৎকর্তৃক চাঁদা হিসাবে প্রদত্ত যেকোনো পরিমাণ মূলধনের জন্য একটি পূর্বস্বত্ব বা অধিকার বজায় রাখিবার অধিকারী হইবেন;

(খ) ফার্মের ঋণ পরিশোধের জন্য তৎকর্তৃক যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় তজ্জন্য তিনি ফার্মের একজন উত্তমর্ণ হইবার অধিকারী হইবেন; এবং

(গ) ফার্মের সকল ঋণের বিরুদ্ধে প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনার জন্য অপরাধী অংশীদার বা অংশীদারগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ লাভ করিবার অধিকারী।

৫৩। ফার্মের নাম বা ফার্মের সম্পত্তি ব্যবহার করিতে বাধা দেওয়ার অধিকার।- ফার্ম বিলোপসাধনের পর প্রত্যেক অংশীদার বা তাহার প্রতিনিধি, অংশীদারগণের মধ্যে ভিন্নরূপ কোনো চুক্তি না থাকিলে, অন্য কোনো অংশীদার বা তাহার প্রতিনিধিকে ফার্মের বিষয়াদি গুটানো না হওয়া পর্যন্ত ফার্মের নামে একই রকম ব্যবসা করা বা নিজস্ব লাভের জন্য ফার্মের সম্পত্তি ব্যবহার করা হইতে বাধা দিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ফার্মের কোনো অংশীদার বা তাহার প্রতিনিধি ফার্মের সুনাম ক্রয় করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছু ফার্মের নাম ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে তাহার অধিকার ক্ষুণ্ন করিবে না।

৫৪। ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধক চুক্তিসমূহ।- ফার্মের বিলুপ্তিতে, বা বিলুপ্তির আশঙ্কায়, অংশীদারগণ চুক্তি করিতে পারেন যে, তাহাদের কেউ কেউ বা সকলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা নির্ধারিত স্থানীয় সীমানার মধ্যে ফার্মের ব্যবসায়ের অনুরূপ কোনো ব্যবসা পরিচালনা করিবেন না; এবং চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর ধারা ২৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আরোপিত নিরোধসমূহ যদি যুক্তিসঙ্গত হয় তবে অনুরূপ চুক্তি বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৫। বিলুপ্তির পরে সুনাম বিক্রয়।- (১) বিলুপ্তির পরে ফার্মের হিসাব নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, অংশীদারগণের মধ্যকার চুক্তি সাপেক্ষে, ফার্মের সুনাম উহার পরিসম্পদের অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং উহা পৃথকভাবে অথবা ফার্মের অন্যান্য সম্পত্তির সহিত একত্রে বিক্রয় করা যাইবে।

সুনাম ক্রেতা ও বিক্রেতার অধিকারসমূহ।- (২) যেক্ষেত্রে বিলুপ্তির পরে ফার্মের সুনাম বিক্রয় করা হয়, সেইক্ষেত্রে

ক্রেতার ব্যবসায়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কোনো অংশীদার ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং তিনি এইরূপ ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন প্রদান করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহার ও ক্রেতার মধ্যে সম্মতি সাপেক্ষে তিনি-

(ক) ফার্মের নাম ব্যবহার;

(খ) ফার্মের ব্যবসা পরিচালনা করিতেছেন বলিয়া নিজেকে প্রকাশ; অথবা

(গ) ফার্মের বিলুপ্তির পূর্বে যে সকল ব্যক্তি ফার্মের সাথে কারবার করতেন তাহাদিগকে কারবারে আহ্বান করিতে পারিবেন না।

ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতার চুক্তি।- (৩) ফার্মের সুনাম বিক্রয়ের পর কোনো অংশীদার ক্রেতার সহিত চুক্তি করিতে পারিবেন যে, উক্ত অংশীদার কোনো নির্ধারিত সময়ে অথবা নির্ধারিত সীমানার মধ্যে ফার্মের ব্যবসায়ের সদৃশ কোনো ব্যবসা পরিচালনা করিবেন না, এবং চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর ধারা ২৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আরোপিত নিরোধসমূহ যদি যুক্তিসঙ্গত হয় তাহা হইলে অনুরূপ সম্মতি বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

ফার্মের নিবন্ধন

৫৬। [বিলুপ্ত]।- [বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।]

৫৭। রেজিস্ট্রার নিয়োগ।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার ফার্মের রেজিস্ট্রার নিয়োগদান করিতে পারিবেন, এবং যে এলাকার মধ্যে তাহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কর্তব্য পালন করিবেন উহা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(২) প্রত্যেক রেজিস্ট্রার [১][দণ্ডবিধির] ধারা ২১ এর বর্ণিত অর্থে সরকারি কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

৫৮। নিবন্ধনের জন্য আবেদন।- (১) যে এলাকায় ফার্মের কোনো কারবার রহিয়াছে অথবা ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রস্তাব রহিয়াছে সেই এলাকার রেজিস্ট্রারের নিকট যেকোনো সময় নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত ফি-সহ–

(ক) ফার্মের নাম,

(খ) ফার্মের কারবারের স্থান বা কারবারের প্রধান স্থান,

(গ) ফার্ম কারবার পরিচালনা করিবে, এইরূপ অন্যান্য স্থানের নাম,

(ঘ) প্রত্যেক অংশীদার কর্তৃক ফার্মে যোগদান করিবার তারিখ,

(ঙ) অংশীদারগণের পূর্ণ নাম ও স্থায়ী ঠিকানা, এবং

(চ) ফার্মের মেয়াদ,

বর্ণনাপূর্বক একটি বিবরণী ডাকযোগে প্রেরণ বা দাখিল করিয়া ফার্ম নিবন্ধন করা যাইবে।

উক্ত বিবরণীতে সকল অংশীদার বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহাদের প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষর করিবেন।

(২) বিবরণীতে স্বাক্ষরদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা প্রত্যায়ন করিবেন।

---

[১] "দণ্ডবিধি" শব্দটি "পাকিস্তান দণ্ডবিধি" শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল বলে প্রতিস্থাপিত।

[১][২][(৩) কোনো ফার্মের নামে নিম্নবর্ণিত কোনো শব্দ থাকিবে না, যথা:–

রাষ্ট্র বা সরকারের বা বঙ্গবন্ধুর মঞ্জুরি, অনুমোদন বা পৃষ্ঠপোষকতা প্রকাশক বা ইঙ্গিতবহ শব্দাবলি যে পর্যন্ত না সরকার অনুরূপ শব্দাবলি ফার্মের নামে ব্যবহার করিবার জন্য লিখিতভাবে সম্মতি প্রদান করেন।]

(৩ক) জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট হইতে লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো ফার্মের নামে জাতিসংঘ বা ইহার আদ্যাক্ষর লইয়া গঠিত সংক্ষেপণ বা উহার সহায়ক সংস্থার নাম থাকিবে না।

(৩খ) মহাসচিবের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো ফার্মের নামে "বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা" বা উহার আদ্যক্ষর লইয়া গঠিত নাম থাকিবে না।]

৫৯। নিবন্ধনকরণ।- যদি রেজিস্ট্রার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, ধারা ৫৮ এর বিধানাবলি যথাযথভাবে পালিত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ফার্মের রেজিস্ট্রি-বহি নামক একটি রেজিস্ট্রি বহিতে বিবরণীটি লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং উক্ত বিবরণী নথিভুক্ত করিবেন।

৬০। ফার্মের নামের এবং প্রধান কারবারের স্থানের পরিবর্তন নথিভুক্তকরণ।- (১) যদি ফার্মের নামের পরিবর্তন করা হয় অথবা নিবন্ধিত ফার্মের প্রধান কারবারের স্থানের অবস্থানের পরিবর্তন করা হয়, তাহা হইলে একটি বিবরণী নির্ধারিত ফি সহ পরিবর্তনের বর্ণনা দিয়ে এবং ধারা ৫৮ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে স্বাক্ষর ও সত্যায়ন করিয়া রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরণ করা যাইবে।

(২) যদি রেজিস্ট্রার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলি যথাযথভাবে পালিত হইয়াছে তাহা হইলে তিনি উক্ত বিবরণী অনুসারে ফার্মের নিবন্ধন বহিতে ফার্ম সম্পর্কিত লিপিবদ্ধ বিষয়টি সংশোধন করিবেন এবং ধারা ৫৯ এর অধীন ফার্ম সম্পর্কিত নথিভুক্ত বিবরণীর সহিত উহা নথিভুক্ত করিবেন।

৬১। ফার্মের শাখাসমূহ বন্ধ বা উদ্বোধন লিপিবদ্ধকরণ।- যদি কোনো নিবন্ধিত ফার্ম কোনো স্থানে কারবার বন্ধ করিয়া দেয় অথবা যখন কোনো স্থানে ব্যবসা পরিচালনা শুরু করে এবং উক্ত স্থান উক্ত ফার্মের প্রধান কারবারের স্থান না হয়, তাহা হইলে ফার্মের কোনো অংশীদার বা প্রতিনিধি তৎসম্পর্কে রেজিস্ট্রারকে অবহিত করিতে পারেন এবং রেজিস্ট্রার অতঃপর ফার্মের রেজিস্ট্রি বহিতে ফার্ম সম্পর্কিত লিপিবদ্ধ বিষয়ে অনুরূপ অবগতির বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং ধারা ৬৯ অনুযায়ী নথিভুক্ত ফার্ম সম্পর্কিত বিবরণীর সহিত উক্ত অবগতিটি নথিভুক্ত করিবেন।

৬২। অংশীদারগণের নাম ও ঠিকানা পরিবর্তন লিপিবদ্ধকরণ।- যদি কোনো নিবন্ধিত ফার্মের কোনো অংশীদার তাহার নাম বা স্থায়ী ঠিকানা পরিবর্তন করেন, তাহা হইলে উক্ত ফার্মের কোনো অংশীদার বা প্রতিনিধি রেজিস্ট্রারকে উক্ত পরিবর্তন জ্ঞাপন করিবেন এবং রেজিস্ট্রার ধারা ৬১ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৬৩। ফার্মের রদবদল এবং বিলুপ্তি লিপিবদ্ধকরণ।- (১) যদি নিবন্ধিত কোনো ফার্মের গঠনতন্ত্রে কোনো রদবদল ঘটে, তাহা হইলে কোনো নবাগত, বর্তমান অথবা বিদায়ী অংশীদার এবং কোনো নিবন্ধিত ফার্ম বিলুপ হইলে, বিলুপ্তির অব্যবহিত পূর্বে যিনি উক্ত ফার্মের অংশীদার ছিলেন তিনি অথবা এইরূপ কোনো অংশীদারের প্রতিনিধি বা এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুরূপ রদবদল বা বিলুপ্তি সম্পর্কে উহার তারিখ উল্লেখ করিয়া রেজিস্ট্রারকে নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং রেজিস্ট্রার ফার্ম সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত ফার্মের নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ধারা ৫৯ অনুসারে নথিভুক্ত ফার্ম সম্পর্কিত বিবরণীর সহিত উক্ত তথ্য নথিভুক্ত করিবেন।

নাবালকের প্রত্যাহার লিপিবদ্ধকরণ।- (২) কোনো ফার্মের অংশীদারির সুবিধাপ্রাপ্ত নাবালক যখন সাবালকত্ব প্রাপ্ত হন, এবং উহার অংশীদার হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে মনস্থির করেন, এবং ফর্মটি যদি তখন নিবন্ধিত ফার্ম হয়, তাহা হইলে তিনি বা তাহার এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি রেজিস্ট্রারকে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করিতে পারেন যে,

---

১ উপ-ধারা (৩), (৩ক) ও (৩খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে অংশীদারি (সংশোধন) আইন, ১৯৪৯ (১৯৪৯ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ২ বলে প্রতিস্থাপিত।

২ উপ-ধারা (৩) বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল বলে প্রতিস্থাপিত।

তিনি একজন অংশীদার হইয়াছেন বা হননি এবং রেজিস্ট্রার উক্ত নোটিশ সম্পর্কে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৬৪। ভুল সংশোধন।- (১) ফার্মের নিবন্ধন বহিতে নথিভুক্তিকে এই অধ্যায়ের অধীন দাখিলকৃত উক্ত ফার্ম সংক্রান্ত দলিলপত্রের সহিত সামাঞ্জস্যপূর্ণ করিবার জন্য কোনো ভুল সংশোধন করিবার ক্ষমতা সব সময়ই রেজিস্ট্রারের থাকিবে।

(২) এই অধ্যায়ের অধীন নথিভুক্ত ফার্ম সংক্রান্ত কোনো দলিলে যে পক্ষসমূহ স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহারা দরখাস্ত করিলে, রেজিস্ট্রার উক্ত দলিলের অথবা ফার্মসমূহের নিবন্ধনবহির রেকর্ডে বা উহার টোকায় কৃত কোনো ভুল সংশোধন করিতে পারিবেন।

৬৫। আদালতের আদেশে নিবন্ধনবহি সংশোধন।- নিবন্ধিত কোনো ফার্ম সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দানকারী আদালত নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন যে, ফার্মসমূহের নিবন্ধিত লিপিতে উক্ত ফার্ম সম্পর্কে রেজিস্ট্রার আদালতের সিদ্ধান্তের অনুবর্তী যেকোনো সংশোধন করিবেন; এবং রেজিস্ট্রার তদানুসারে উক্ত নথিভুক্তি সংশোধন করিবেন।

৬৬। নিবন্ধনবহি এবং নথিভুক্ত দলিলপত্র পরিদর্শন।- (১) নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে, ফার্মসমূহের নিবন্ধনবহি যেকোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(২) এই অধ্যায়ের অধীন নথিভুক্ত সকল তথ্য বিবরণী, নোটিশ ও সংবাদ নির্ধারিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এবং নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

৬৭। নকল সরবরাহকরণ।- আবেদনের প্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রার, নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে, তাহার স্বহস্তে সত্যায়িত ফার্মসমূহের নিবন্ধিত কোনো নথিভুক্তি অথবা উহার অংশের নকল সরবরাহ করিবেন।

৬৮। সাক্ষ্য-বিধি।- (১) ফার্মসমূহের নিবন্ধনবহিতে লিপিবদ্ধ বা নোটকৃত কোনো তথ্যবিবরণী, সংবাদ বা নোটিশ কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যাহার দ্বারা বা যাহার পক্ষে উক্ত বিবরণী, সংবাদ বা নোটিশ স্বাক্ষরিত হইয়াছে, বর্ণিত ঘটনার চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) ফার্মসমূহের নিবন্ধনবহিতে ফার্ম সম্পর্কিত লিপিবদ্ধ কোনো বিষয়ে সত্যায়িত অনুলিপি অনুরূপ ফার্ম নিবন্ধনের সত্যতা, এবং উহাতে লিপিবদ্ধ বা নোটকৃত কোনো তথ্যবিবরণী, সংবাদ বা নোটিশের বিষয়বস্তু, প্রমাণস্বরূপ পেশ করা যাইবে।

৬৯। নিবন্ধন না করিবার ফলাফল।- (১) কোনো ফার্ম বা ফার্মের অংশীদার আছেন বা ছিলেন বলিয়া দাবিদার কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত ফার্মের অংশীদার হিসাবে মোকদ্দমাকারী কোনো ব্যক্তি নিজে বা তাহার পক্ষে অন্য কেউ কোনো চুক্তি হইতে উদ্ভূত কোনো অধিকার বা এই আইন দ্বারা প্রদত্ত কোনো অধিকার বলবৎ করিবার জন্য কোনো আদালতে মোকদ্দমা করিতে পারিবেন না, যদি উক্ত ফার্ম নিবন্ধিত না হয় এবং ফার্মসমূহের নিবন্ধনবহিতে মোকদ্দমাকারী ব্যক্তিকে উক্ত ফার্মের অংশীদার হিসাবে দেখানো না হয় বা দেখানো না হইয়া থাকে।

(২) কোনো ফার্ম নিজে বা উহার পক্ষে অন্য কেউ কোনো তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে কোনো চুক্তি হইতে উদ্ভূত কোনো অধিকার বলবৎ করিবার জন্য কোনো আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবে না, যদি উক্ত ফার্ম নিবন্ধিত না হয় এবং ফার্মসমূহের নিবন্ধনবহিতে মোকদ্দমাকারী ব্যক্তিগণকে উক্ত ফার্মের অংশীদার হিসাবে দেখানো না হয় বা দেখানো না হইয়া থাকে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধানাবলি পাল্টাদাবি উত্থাপনের ব্যাপারে অথবা চুক্তি হইতে উদ্ভূত অধিকার বলবৎ করিবার জন্য অন্যান্য কার্যবিবরণীতেও প্রযোজ্য হইবে, কিন্তু নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহকে ক্ষুণ্ন করিবে না—

(ক) ফার্মের বিলোপ সাধনের জন্য বা বিলুপ্ত ফার্মের হিসাব নিকাশের জন্য মোকদ্দমা করিবার কোনো অধিকার অথবা বিলুপ্ত ফার্মের সম্পত্তি আদায়ের কোনো অধিকার বা ক্ষমতা, অথবা

(খ) [১][দেউলিয়া (ঢাকা) আইন, ১৯০৯, অথবা] দেউলিয়া আইন, ১৯২০ এর অধীন দেউলিয়া অংশীদারের সম্পত্তি আদায়ের জন্য সরকারি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, রিসিভার বা আদালতের ক্ষমতা।

(৪) এই ধারা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না-

(ক) যে সকল ফার্মের ব্যবসার স্থান বাংলাদেশে নাই, সেই সকল ফার্ম বা ফার্মের অংশীদারগণের ক্ষেত্রে অথবা যাহাদের ব্যবসায়ের স্থান বাংলাদেশের এমন কোনো এলাকায় অবস্থিত যেখানে ধারা ৫৬ এর অধীন নোটিশবলে এই অধ্যায় প্রযোজ্য নহে, অথবা

(খ) একশত টাকার অনধিক মূল্যের এমন কোনো মোকদ্দমা বা পাল্টা-দাবি উত্থাপনের ক্ষেত্রে যাহা [২][***] স্মল কজেস কোর্ট আইন, ১৮৮৭ এর দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত প্রকারের নয়, অথবা অনুরূপ কোনো মোকদ্দমা বা দাবির সহিত সংশ্লিষ্ট বা উহা হইতে উদ্ভূত কোনো কিছু কার্যকরণ সম্পর্কিত কার্যধারা বা অন্যবিধ কার্যধারা।

৭০। মিথ্যা বিবরণ প্রদানের শাস্তি।- যে ব্যক্তি এই অধ্যায়ের অধীন এমন কোনো বিবরণ সম্বলিত তথ্যবিবরণী, সংশোধনী বিবরণী, নোটিশ, বা সংবাদে স্বাক্ষরদান করেন, যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন, অথবা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, অথবা এমন কোনো বিবরণ সম্বলিত তথ্যাবলি যাহা তিনি সম্পূর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তিনি অনধিক তিন মাসের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- সরকার ফার্মসমূহের রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরিত দলিলপত্রের সহিত প্রেরিতব্য, অথবা ফার্মসমূহের রেজিস্ট্রারের নিকট রক্ষিত দলিলপত্র পরিদর্শনের জন্য, অথবা ফার্মসমূহের রেজিস্ট্রারের নিকট হইতে নকল সংগ্রহের জন্য প্রদেয় ফি নির্ধারণ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ফি প্রথম তফসিলে বর্ণিত ফি-র সর্বোচ্চ পরিমাণের অতিরিক্ত হইবে না।

(২) সরকার-

(ক) ধারা ৫৮ এর অধীন পেশকৃত তথ্য-বিবরণীর ফর্ম ও উহার সত্যাখান প্রণালী নির্ধারণ করিয়া;

(খ) ধারা ৬০, ৬১, ৬২ ও ৬৩ এর অধীন তথ্যবিবরণী, সংবাদ ও বিজ্ঞপ্তি নির্ধারিত ফরমে প্রদানের নির্দেশ প্রদান এবং উহার ফরম নির্ধারণ করিয়া;

(গ) ফর্মসমূহের নিবন্ধনের ফরম, এবং উহাতে যে পদ্ধতিতে ফর্ম সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, এবং যে পদ্ধতিতে উক্ত অন্তর্ভুক্তি সংশোধন করিতে হইবে বা উহাতে টুকিয়া রাখিতে উহা নির্ধারণ করিয়া;

(ঘ) বিবাদের সময় রেজিস্ট্রারের কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করিয়া;

(ঙ) রেজিস্ট্রার কর্তৃক গৃহীত দলিলপত্রের নথিবদ্ধকরণ নির্ধারিত করিয়া;

(চ) মূল দলিলপত্র পরিদর্শনের জন্য শর্তাবলি নির্ধারণ করিয়া;

(ছ) নকলের মঞ্জুরি নির্ধারণ করিয়া;

---

১ "দেউলিয়া (ঢাকা) আইন, ১৯০৯, অথবা" শব্দগুলি, বন্ধনী, কমাগুলি এবং সংখ্যা "দেউলিয়া (করাচি বিভাগ এবং ঢাকা) আইন, ১৯০৯ অথবা প্রাদেশিক" শব্দগুলি, বন্ধনী ও কমা এর পরিবর্তে বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল বলে প্রতিস্থাপিত।

২ "প্রাদেশিক" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল বলে বিলুপ্ত।

(জ) নিবন্ধনবহি ও দলিলপত্রের ধ্বংসকরণ নির্ধারণ করিয়া;

(ঝ) ফার্মসমূহের রেজিস্ট্রারের নিকট সূচিপত্রের ফর্ম এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া; এবং

(ঞ) সাধারণভাবে এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পেও,

বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রণীত সকল বিধি পূর্ব-প্রকাশনার শর্ত সাপেক্ষে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

অতিরিক্ত

৭২। পাবলিক নোটিশ প্রদানের পদ্ধতি।- নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে এই আইনের অধীন পাবলিক নোটিশ প্রদান করা হইবে–

(ক) যেখানে উহা নিবন্ধিত ফার্ম হইতে কোনো অংশীদারের অবসর গ্রহণ বা বহিষ্কার সংক্রান্ত হয় অথবা কোনো নিবন্ধিত ফার্মের বিলোপ সংক্রান্ত হয়, অথবা অংশীদারির সুবিধা ভোগকারী নাবালক সাবালক হইলে নিবন্ধিত ফার্মে তাহার অংশীদার হওয়া বা না হওয়া মনস্থির সংক্রান্ত হয় সেখানে ধারা ৬৩ এর অধীন ফার্মসমূহের রেজিস্ট্রারের নিকট নোটিশ দ্বারা, এবং সরকারি গেজেটে এবং যে জেলায় সংশ্লিষ্ট ফার্মের স্থান বা ব্যবসায়ের প্রধান স্থান অবস্থিত সেখানে প্রচলিত কমপক্ষে একটি স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে প্রকাশ দ্বারা, এবং

(খ) অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে সরকারি গেজেটে এবং যে জেলায় সংশ্লিষ্ট ফার্মের স্থান বা ব্যবসায়ের প্রধান স্থান অবস্থিত সেইখানে প্রচলিত অন্যূন একটি স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে প্রকাশ দ্বারা।

৭৩। [রহিতকরণ]।- [রহিতকরণ আইন, ১৯৩৮ (১৯৩৮ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২ এবং তফসিল দ্বারা রহিতকৃত।]

৭৪। হেফাজত।- এই আইনের কোনো কিছুই অথবা উহা দ্বারা কার্যকরীকৃত কোনো রদ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহকে ক্ষুণ্ন করিবে না অথবা ক্ষুণ্ন করিবে বলিয়া ধরা হইবে না-

(ক) এই আইনে প্রবর্তনের পূর্বে অর্জিত, স্বাভাবিকভাবে উৎপাদিত অথবা নিজের উপরে আনীত কোনো অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, কর্তব্য বা দায়িত্ব, বা

(খ) এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে এইরূপ কোনো অধিকার, স্বত্ব, কর্তব্য বা দায়িত্ব সম্পর্কিত কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা বা প্রতিকার বা কোনো কিছু ভোগ করা হইয়া থাকিলে, বা

(গ) এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে কোনো কিছু করা হইয়া থাকিলে বা ভোগ করা হইয়া থাকিলে থাকলে, বা

(ঘ) এই আইন দ্বারা সুস্পষ্টভাবে রহিত করা হয়নি এমন কোনো আইন, বা

(ঙ) অংশীদারি সংক্রান্ত দেউলিয়াত্বের কোনো বিধি, বা

(চ) এই আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কোনো আইনের বিধি।